From page 18

খ. BPSC Form-1এবং বিপিএসসি ফরম-২-এ প্রদত্ত তথ্য এক ও অভিন্ন হতে হবে। BPSC Form-1 এবং বিপিএসসি ফরম-২-এর তথ্যের মধ্যে গরমিল হলে প্রার্থী কর্তৃক BPSC Form-1-এ প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। BPSC Form-1-এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

গ. BPSC Form-1-এ মুক্তিযোদ্ধা/মহিলা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটায় প্রার্থিতা দাবি করে পরবর্তীতে কোটার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ থাকবে না, অর্থাৎ উক্ত প্রার্থী BPSC Form-1-এ উল্লিখিত কোটার প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন। কোনো প্রার্থী কোটার প্রার্থিতার স্বপক্ষে যাচিত সনদ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২-এর সাথে প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে তবে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত বয়স থাকলে তিনি সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ঘ. অনলাইনে পূরণকৃত BPSC Form-1-এ মুক্তিযোদ্ধা/মহিলা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থিতা দাবি না করলে পরবর্তীতে নতুন করে কোনো কোটার প্রার্থিতা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঙ. BPSC Form-1- এ নাম, রেজিঃ নম্বর, জন্মতারিখ ও অন্য কোনোরূপ Substantive ত্রুটি থাকলে পরবর্তীতে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকবে না। Substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

চ. BPSC Form-1-এ স্থায়ী ঠিকানায় প্রার্থী কর্তৃক উল্লিখিত জেলার প্রার্থী হিসেবে প্রার্থীর চূড়ান্ত সুপারিশ অর্থাৎ ফলাফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আবেদনপত্র(BPSC Form-1) জমাদানের পর সংগতকারণে প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্তন হলেও BPSC Form-1-এ উল্লিখিত স্থায়ী জেলার ভিত্তিতেই প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ছ. প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা **(Permanent Address)** যদি ইত:পূর্বে কোনো সার্টিফিকেটে বা অন্যত্র উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্নতর হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফরম-২ এর সঙ্গে জমা দিতে হবে।

১৮। প্রার্থীকে ৩৬তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য এই বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে কমিশনের অনুমোদিত প্রেসক্রাইব্ড অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ করে জমা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে মুদ্রিত কোনো আবেদনপত্র সরবরাহ করা হবে না। ফলে প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে মুদ্রিত আবেদনপত্র হাতে হাতে বা ডাকযোগে জমাদানের কোনো সুযোগ নেই।

১৯। প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এসএসসি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লিখা আছে অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) এবং পরবর্তীতে বিপিএসসি ফরম-২ তে হুবহু সেভাবে লিখতে হবে।

২০। **যে কোনো পর্যায়ে গুরুতর অসম্পূর্ণতা (Substantively Incomplete) ধরা পড়লে প্রার্থিতা বাতিল হবে।**

২১। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল অথবা সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীদের অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র, সরকারি/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র/অপসারণপত্র বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে সংযুক্ত সকল সনদ/প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি এবং সত্যায়িত ফটোকপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে । অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

২২। যেসব প্রার্থী ১৪মে, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত নং এসআরও ১৪২-এল/ইডি/রিক্রুটমেন্ট/১-১৫/৮০, তারিখ ১১মে, ১৯৮২-এর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিক শ্রেণি (Backward Section of Citizens)-এর অন্তর্ভুক্ত তারা উপরের বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ৭০০.০০(সাতশত) টাকা ফি-এর পরিবর্তে ১০০.০০(একশত) টাকা ফি জমা দিতে পারবেন। এসব প্রার্থীকে তাদের দাবির সমর্থনে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/সিভিল সার্জন/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ছাড়া অন্য কারও প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

২৩। **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তি/ছাড়পত্র :**

ক. প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত তাদের জন্য যথাসময়ে প্রাপ্ত বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে সংযুক্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্রের ফর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষর গ্রহণ করে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে হবে। **সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

খ. চাকুরি হতে অপসারিত (Removed) হয়েছেন অথবা চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তাদের বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে চাকুরি হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

গ. কোনো প্রার্থী আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফরম-২) জমাদানের পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকুরিতে যোগদান করলে বা চাকুরি থেকে ইস্তফাদান করলে বা চাকুরি থেকে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২৪। **প্রিলিমিনারি টেস্ট : ৩৬তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সঠিক তারিখ, সময় ও আসনব্যবস্থা যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।**

ক. প্রার্থীদেরকে ২০০(দুইশত) নম্বরের একটি লিখিত Multiple Choice Question (MCQ) Type প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার পূর্ণ সময় দেয়া হবে ২(দুই) ঘন্টা। Optical Mark Readable Double Lithocode এবং Barcode যুক্ত উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

খ. এই পরীক্ষায় মোট ২০০(দুইশত) টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১(এক) নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা হবে।

গ. উত্তরপত্রে রেজিঃ নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

ঘ. প্রিলিমিনারি টেস্টের MCQ উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বা পুনঃপরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

ঙ. প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে কোনোভাবেই প্রদর্শন করা হবে না এবং উক্ত টেস্টের নম্বর কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

চ. প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের উপযুক্ততা এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	২০০

ছ. প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের Website-এ পাওয়া যাবে।

জ. যে সকল প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ হবেন এবং যাদের বিপিএসসি ফরম-২ সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যাবে শুধু তারাই ৩৬তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন । **প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিপিএসসি ফরম-২ জমা দিবেন না সে সকল প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।**

২৫। **লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বিষয়সমূহ ও নম্বর বণ্টন : মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)**

১. সাধারণ ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	২০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০ টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
চ.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

২. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	১০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০ টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
চ.	সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	২০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

বি. দ্র. : যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত উপরের ২(চ) তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক" একক বিষয়ের ২০০ নম্বরের ৪ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

২৬। **লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস প্রাপ্তি :**

২০১৪ সালে প্রণীত বিসিএস-এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস এবং পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিলেবাস কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাদের আবশ্যিক এবং পদ-সংশ্লিষ্ট (Post Related) বিষয়ের সিলেবাস ডাউনলোড করতে পারবেন।

২৭। **লিখিত পরীক্ষার সময়, মানবণ্টন এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর :**

ক. ২০০ (দুইশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৪ (চার) ঘণ্টা এবং ১০০ (একশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৩ (তিন) ঘণ্টা।

খ. প্রার্থীদের জন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যিক।

গ. লিখিত পরীক্ষায় গড় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০%। লিখিত পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোনো নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

ঘ. মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর ২০০ এবং পাস নম্বর ৫০%। **লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে।**

ঙ. সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের সঙ্গে কারিগরি ক্যাডার এবং শুধু কারিগরি ক্যাডারের জন্য পছন্দ দানকারী প্রার্থীর বেলায় সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টা সময়ের একটি একক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

চ. উত্তরপত্রে রেজি: নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

২৮। **অনলাইনে সাক্ষাৎকারপত্র প্রাপ্তি :**

মৌখিক পরীক্ষার জন্য কমিশন হতে ডাকযোগে কোনো সাক্ষাৎকারপত্র প্রেরণ করা হবে না। কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৩৬তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের (**www.bpsc.gov.bd**) ওয়েবসাইটে যথাসময়ে Upload করা থাকবে। কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষাসূচি ঘোষণার পর ৩৬তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইট হতে প্রার্থী Download করে সংগ্রহ করবেন। কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ৩৬তম বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, রেজি: নম্বর এবং নাম সাক্ষাৎকারপত্রের ১নং অনুচ্ছেদের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী স্বহস্তে লিখবেন। মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত কাগজপত্র এবং সাক্ষাৎকারপত্রসহ প্রার্থী সরকারী কর্ম কমিশনের আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত না হলে কারণ যাই হোক না কেন, উক্ত প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আর গ্রহণ করা হবে না।

২৯। **লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয়তা :**

ক. লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে সেগুলো প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

খ. মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপন থাকবে এবং উক্ত পরীক্ষার নম্বর বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

৩০। **স্বাস্থ্য পরীক্ষা :**

কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য প্রার্থীদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবে :

			ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
(১)	বিসিএস (পুলিশ) এবং বিসিএস(আনসার) ক্যাডারের জন্য :	(১) পুরুষ প্রার্থী :	৫'. ৪" (১৬২.৫৬ সেঃ মিঃ)	১২০ পাউন্ড (৫৪.৫৪ কেজি)
		(২) মহিলা প্রার্থী :	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	১০০ পাউন্ড (৪৫.৪৫ কেজি)
(২)	অন্যান্য ক্যাডারের জন্য :	(১) পুরুষ প্রার্থী :	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	৯৯.১১ পাউন্ড (৪৫ কেজি)
		(২) মহিলা প্রার্থী :	৪'. ১০" (১৪৭.৩২ সেঃ মিঃ)	৮৮.১০ পাউন্ড (৪০ কেজি)

উপরোল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কোনো প্রার্থীর উপরোল্লিখিত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীগণকে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি যথাসময়ে জানানো হবে। প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধানসমূহ সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩১। **লিখিত পরীক্ষায় উত্তরদানের ভাষা :**

বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি-এর যে কোনো একটিতে লিখা যাবে। একটি বিষয়ের উত্তরে একাধিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

৩২। **পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহ :**

অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) Part-1এর Personal Information-এ Exam centre অংশে প্রদত্ত তথ্যমতে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থীকে নিজ খরচে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষা **ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর** কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থিত কোনো কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কেন্দ্রে প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি টেস্ট/লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষা কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্র পরিবর্তনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

৩৩। এই বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল শর্ত আরোপ করা হলো তা যদি আবেদনপত্র (BPSC Form-1 এবং বিপিএসসি ফরম-২)-এর কোনো শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে এই বিজ্ঞপ্তির শর্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। **তবে কোনো বিষয় অনুল্লিখিত থাকলে অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবে।**

৩৪। ক. পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো দরকারি বা অন্যান্য চিঠিপত্র কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

খ. প্রার্থীর ঠিকানায় কোনো পরিবর্তন হলে প্রার্থীর রেজিঃ নম্বর উল্লেখপূর্বক কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)-কে যথাসময়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৩৫। **লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রদান :**

প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিকে তা প্রদর্শন করা হবে না। চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণের পর কোনো প্রার্থী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। এ ধরনের আবেদন যথা পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ায়ণ (Process) শেষে কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে। পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর অর্থাৎ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রেরণের পর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

৩৬। **মিথ্যা তথ্য প্রদান ও অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি :**

(১) কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে বা টেম্পারিং করলে বা কোনো জাল সার্টিফিকেট দাখিল করলে বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা পরিবর্তন করলে বা **পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্রসহ প্রবেশ এবং উক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে অসদুপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করলে বা পরীক্ষার হলে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করলে বা অসদুপায় অবলম্বন করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে তাকে উক্ত পরীক্ষাসহ কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী যে কোনো পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে।**

(২) ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে এবং উক্ত প্রার্থীকে সার্ভিসে নিয়োগের পর এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ ও তা প্রমাণিত হলে তাকে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩৭। **৩৫ তম বিসিএস-এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড পদে সুপারিশ প্রদান :**

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদস্বল্পতার কারণে ৩৬তম বিসিএস-এর বিজ্ঞাপিত ক্যাডার সার্ভিস বা পদে যে সকল প্রার্থী সুপারিশপ্রাপ্ত হবেন না সে সকল প্রার্থীর মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড প্রারম্ভিক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১০-০৫-২০১০ তারিখে জারিকৃত "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০" এবং ১৬/০৬/২০১৪ তারিখে জারিকৃত উক্ত বিধিমালার সংশোধিত প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ চাকুরি প্রদানের কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করবে না; সরকারের নিকট হতে শূন্য পদের প্রাপ্যতা এবং প্রার্থীর একাডেমিক উপযুক্ততার উপর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ নির্ভর করবে। সরকারের নিকট হতে নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শূন্য পদের নিয়োগের অনুরোধ পাওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পদের অনুরোধপত্র কমিশনে প্রাপ্তির তারিখের ক্রম ও সংখ্যা অনুসারে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে।

৩৮। বিজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

[শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে সময় নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে নিজে অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) ফরম পূরণ করুন এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ফি সহ জমাদান সম্পন্ন করুন]

৩১.৫.২০১৫

(আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক(ক্যাডার)।

[পড়াশুনা এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন; চাকুরির ক্ষেত্রে কোনোরূপ তদ্‌বির প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে]

GD-1995